দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13.5.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

021

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাল

একটি প্রাথমিক স্কুলের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে গত পরশু দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক সচিত্র প্রতিবেদনে। সংশ্লিষ্ট ছবিটিতে নজর বুলালে অবশ্য স্কুলের কোনো অস্তিত্ব ধরা পড়ে না, শুধু কিছু গাছ-গাছালি এবং সে সবের ফাঁকে রাখা প্রধান শিক্ষকের চেয়ারটিই দেখা যায়। 'একদা এখানে একটি স্কুল ছিল' শিরোনামে প্রকাশিত আলোচ্য খবরে তাই ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়েছে: রাজপুরের এ স্থানে রাখা প্রধান শিক্ষকের চেয়ারটি স্কুলের স্বাক্ষর বহন করছে। বাউদকান্দি উপজেলার রাজপুরের আলোচ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়টির কেন এমন অস্তিত্বহীন অবস্থা, এবং অন্যান্য অনেক স্কুলেরও কেন করুণ দশা, কেন ১৯৮২ সালে ঝড়ে উল্লিখিত স্কুল ঘরটি পড়ে যাওয়ার পর দীর্ঘদিনেও তা পুনর্নির্মিত হয়নি, সংশ্লিষ্ট মহল এবং শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই তা ভালো বলতে পারবেন। আলোচ্য খবরে বলা হয়েছে, এই উপজেলার ১শ ৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই ছাদ, দরজা-জানালা ও বেড়া নষ্ট হয়ে গেছে, আসবাবপত্রের অবস্থা আরও করুণ।

শিক্ষা আর শিক্ষার্থীর স্বার্থে এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যেই, সরকারী হোক আর বেসরকারী হোক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই দুরবস্থা দূর করা এবং উন্নয়ন দরকার। যেখানে স্কুল গৃহই নেই, আসবাবপত্রের অবস্থাও করুণ, সেখানে লেখাপড়া ও শিক্ষালাভ আশা করা কঠিন। এজন্যেই প্রয়োজন, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও যাতে কোনো স্কুলেরই এমন দুরবস্থা না থাকে, তার উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেয়া। প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষা-জীবনের ভিত্তি। সুতরাং, স্কুল গৃহ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির অভাবে যাতে শিক্ষা ব্যাহত না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া বাঞ্ছনীয়।